দৈনিক
ইনকিলাব

তাং 13 JUL 2005
পৃঃ ১৪ কলাম ২

মাদ্রাসা শিক্ষা অতি জরুরী কেন

মাওলানা আব্দুল হক চৌধুরী

॥ দুই ॥

দ্বিতীয়তঃ এতেও শিক্ষক সংকট দূর হবে মনে হয় না। তখন প্রয়োজনেই মাদ্রাসা শিক্ষার ২য় অংশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজন দেখা দেবে। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষিতরা সাধারণতঃ মাদ্রাসা মসজিদে চাকরি করে থাকেন বা বাসায় বাসায় বিশেষ ব্যবস্থাপনায় গৃহ শিক্ষকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এমতাবস্থায় যেমন তাদের জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে না, তেমনি তাদের মর্যাদাও প্রতিষ্ঠিত করা যাচ্ছে না।

এজন্য সুপারিশ করা হচ্ছে যে, সরকারী মাদ্রাসা বোর্ডের আইনে দেওবন্দ, ছাহারণপুর, লালবাগ, হাটহাজারীসহ বিশেষ কয়েকটি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রীকে বোর্ডের ফাজিলের ডিগ্রীর সমমান রাখা হোক। যদি সব কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ (দাওরায়ে হাদীস ও সমমান বিষয়ের) ডিগ্রীকে ফাজিলের সমমান করে নেয়া হয় এবং তাদের স্কুল-মাদ্রাসায় চাকরি করার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যদের মনোনয়ন দিলে উল্লেখিত শিক্ষক সংকট দূর করা যেতে পারে। এতে যেমন বেকার সমস্যা আংশিক হলেও কমতে পারে, তেমনই অবহেলিত মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন হবে। এ ব্যাপারে কওমী মাদ্রাসার উলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করতঃ তাদেরকে উৎসাহিত করে এ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো যেতে পারে। আশা করা যায় যে, কিছু কিছু আপত্তি থাকলেও অধিকাংশই আপত্তি না করে উৎসাহী হবেন।

তৃতীয়তঃ ইবতেদায়ী মাদ্রাসার জন্য জায়গা- ঘরের ব্যবস্থার দায়িত্ব ইউনিয়ন, উপজেলা কর্তৃপক্ষকে দিলে তারা বিত্তবান ও জনগণের সাহায্যে ঘরের ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। তবুও শিক্ষক, বিনামূল্যে বই বিতরণ ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য বিরাট অর্থ ও টাকা পয়সার প্রয়োজন হবে। এই টাকা পয়সার সংকট কিভাবে দূর হতে পারে এর সমাধান বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ইউনিয়ন ও উপজেলা, পৌরসভা বা শহর ভিত্তিক যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য রয়েছে তাদের লাইসেন্স ফি'র প্রবর্তন নিয়মানুযায়ী বাধ্যতামূলক করতে হবে। এটা আদায়ের ব্যবস্থাও করতে হবে। এই

লাইসেন্স ফি'র দুই তৃতীয়াংশ ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় খরচের জন্য রাখা এবং এক তৃতীয়াংশ এই খাতের ব্যয়ের জন্য রাখা যেতে পারে।

লাখ লাখ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে কোটি কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হবে, যা বর্তমানে সম্ভবতঃ ৭০-৮০% ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণ করা হচ্ছে না। এই আওতায় সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি পানের দোকানও রেহাই পেতে পারে না। অবশ্য লাইসেন্স ফি' ব্যবসা বাণিজ্যের ধরনের অনুকূলে হতে হবে। ব্যবসায়ের যেহেতু পার্থক্য আছে তাই ফি'রও তারতম্য হওয়া উচিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ উপজেলা রেজিস্টারী অফিস হতে প্রত্যেক দলিল রেজিস্ট্রি থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে একটি উপযুক্ত শতকরা চাঁদা লওয়া যেতে পারে। এতেও লাখ লাখ দলিল হতে কোটি কোটি টাকা আমদানী করা সম্ভব হতে পারে। অবশ্য চাঁদার পরিমাণ সহনীয় হতে হবে। অথবা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয় হতেই নির্দিষ্ট হারে চাঁদা লওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এমনিভাবে সরকারী স্ট্যাম্প হতে শত করা হারে চাঁদা লওয়া যেতে পারে। এতেও বিপুল পরিমাণ টাকা আমদানী হতে পারে। যেভাবে সার চার্যের নামে বিদ্যুৎ খাত হতে টাকা লওয়া হয়ে থাকে।

তেমনিভাবে প্রত্যেক কাজী অফিস হতে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে প্রত্যেক বিবাহ ফি'র সঙ্গে সহনশীল হিসাবে একটি চাঁদা গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব চাঁদার জন্য সরকারী নির্দেশ ও পরিমাণ নির্ধারিত হতে হবে। অবশ্য এসব চাঁদা রসিদ ভিত্তিক হতে হবে এবং এর একটি অংশ রসিদ খাতের জন্য রাখা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ সরকারী উন্নয়নমূলক খাত হতে মাদ্রাসা সমূহের জন্য বাৎসরিক একটি বাজেট বরাদ্দ করার প্রয়োজন। যা সাধারণ শিক্ষার খাত হতে ভিন্ন হবে। এসব ব্যবস্থা কার্যকর হলে আর্থিক সংকট দূর হবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস। তবে দরকার হবে সরকারী সদিচ্ছার ও পরিকল্পনার। এটা বাস্তবায়ন হলে ৫/৭ বছরের মধ্যে ১০০% শিক্ষিত হওয়া সম্ভব। যা দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। সুতরাং দেশের উন্নয়নের জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষা একান্ত জরুরী।

মাদ্রাসায় শিক্ষিতগণ বা উলামায়ে কেরাম সাধারণতঃ সামাজিক কাজে সংশ্লিষ্ট থাকেন না বা কম থাকেন। ব্যবসা বাণিজ্যের আচার-আচরণ, সভা-সমিতিতে তালিকাভুক্ত হতে চান না। কারণ আচার-আচরণ, কার্যাবলী বা সামাজিকতা অনেক ক্ষেত্রে অনৈসলামিক হয়ে থাকে বা আদর্শের পরিপন্থি হয়, যাতে তারা শরীক হতে পারেন না। তাদের শরীক হওয়ার মত ব্যবস্থাপনাও থাকে না। তারা সাধারণতঃ বেশীর ভাগ সৎ, বিশ্বাসী, গঠনমূলক, চিন্তাশীল হয়ে থাকেন। যে কারণে তারা সামাজিক উন্নয়নের বেশীর ভাগ কাজে অনৈতিক অংশগ্রহণ করতে পারেন না। বর্তমান-যুগের শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলাতে সামাজিক কাজে অংশীদার হতে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাধা হতে পারে।

একজন কামিল বা দাওরা পাস মাওলানা যে কোন কাজে যে কোন সময়ে অংশ গ্রহণ করাও দ্বীনী দায়িত্ববোধ বিরোধী হতে পারে, তবে সংশোধিত শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর হলে অবশ্য এসব বাধা নাও থাকতে পারে।